সূরা ফাতিহা

(ফযীলত ও বিষয়বস্তু)

17-May-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর দৈনিক এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে। **(আত-তারগীব ও তারহীব, ২/৩২২, হাদীস: ২৫৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা

করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু সাঈদ বিন মুআল্লী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, তখন আল্লাহ পাকের আখেরী নবী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডাকলেন, যেহেতু আমি নামায পড়ছিলাম, তাই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতে পারিনি, দ্রুত নামায সম্পূর্ণ করে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমীপে উপস্থিত হলাম, প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন: আমার কাছে আসতে কোন জিনিসটি তোমাকে বাধা দিয়েছিলো? আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি নামায পড়ছিলাম তাই উপস্থিত হতে পারিনি। পরক্ষণে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক কি এ কথা বলেন নি?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

(পারা: ৯, সূরা আনফাল: ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।

উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর আল্লাহ পাকের শেষ নবী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরাটি

www.dawateislami.net

শেখাবো? অতঃপর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরলেন, তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি না আমাকে বলেছিলেন কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরাটি শিক্ষা দেবেন? তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن" (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা) এটি পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরা এবং এটিই হলো সাবা' মাসানি (অর্থাৎ বারংবার পঠিত ৭টি আয়াত) যা আমাকে দান করা হয়েছে। **(বুখারী, ১১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭০৩)**

হযরত উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদিন নামায পড়ছিলেন। প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে আহ্বান করলেন, যেহেতু তিনি নামায পড়ছিলেন, তাই কোনো উত্তর দিলেন না, তারপর দ্রুত নামায শেষ করে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, হে উবাই! আমার কাছে আসতে কোন জিনিসটি তোমাকে বাধা দিয়েছিলো? তিনি বললেন: হে আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি নামায আদায় করছিলাম তাই উপস্থিত হতে পারি নি। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি শোনো নি?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

(পারা: ৯, সূরা আনফাল: ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।

www.dawateislami.net

তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি এই আয়াতটি পড়েছি, ভবিষ্যতে এরকম করবো না (অর্থাৎ আমি নামাযে থাকলেও ডাকা হলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হবো)। অতঃপর আল্লাহর শেষ নবী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে পবিত্র কুরআনের এমন একটি সূরা শিক্ষা দেবো, যার মত সূরা না তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে, না ইঞ্জিলে, না যবুরে, না পবিত্র কুরআনের বাকী সূরা সমূহে এমন কোনো সূরা আছে? তিনি বললেন: কেন নয়, (ইয়া রাসূলাললাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবশ্যই শিখিয়ে দিন!) হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি নামাযে কী পাঠ করো? তখন হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করলেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেই সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, প্রকৃতপক্ষে এটি সেই সূরা যার মত কোনো সূরা না তাওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যবুরে, না পবিত্র কুরানের বাকি সূরায় রয়েছে, এবং এটিই হলো সাবা' মাসানি (অর্থাৎ বারংবার পঠিত ৭টি আয়াত) **(তিরমিযী, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৭৫)**

মূলনীতির মূল হলো; ‘প্রিয় নবীর আনুগত্য’

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকে আমরা একটি অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ও প্রেমময় মাদানী ফুল শিখতে পেরেছি তা হলো, যদি কাউকে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর শেষ নবী, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহ্বান করেন, তাহলে নামায যতটুকু পড়া হয়েছে সেখানেই নামায স্থগিত রেখে তৎক্ষণাৎ রাসূলের দরবারে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। اَللهُ اَكْبَر এ থেকে জানা গেলো, নিশ্চয়ই নামায উত্তম ইবাদত,

www.dawateislami.net

তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া তার থেকেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। উলামায়ে কেরাম বলেন, নামায চলাকালীন যদি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহ্বান করেন তখন নামাযী ব্যক্তি নামায স্থগিত রেখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে তার নামায ভঙ্গ হবে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকবে সেই সময়টিও নামাযের অংশ হিসেবেই গণ্য হবে, অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে অবসর হয়ে ফিরে এসে যেখানে নামায ছেড়ে ছিলো সেখান থেকেই নামায শুরু করবে। জানা গেলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমতের হুকুম স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন। দেখুন! নামাযের সময় কারো সাথে কথা বললে, কাউকে সম্বোধন করে সালাম দিলে, এতে নামায ভেঙ্গে যায়, কিন্তু খেয়াল করে দেখুন! যখন আমরা আত্তাহিয়্যাত পাঠ করি, তখন নামাযরত অবস্থায় প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্বোধন করে তার খেদমতে সালাম পেশ করি, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ এই সালাম দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না বরং নামায পরিপূর্ণ হয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২২৪)** কেননা নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়াতু পড়া ওয়াজিব।

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না সুন্দর বলেছেন:

সাবিত হুয়া কে জুমলা ফরায়েজ ফুরূ হে,
আসলুল উসুল বন্দেগী উস তাজওয়ার কী হে।

(হাদায়িকে বখশিশ ২০৫ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র সৌভাগ্যকে সালাম!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এখান থেকে সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করুন! নামাযরত অবস্থায় আহ্বান করলে তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব, এটি শরীয়তের নির্দেশ। আর এই শরীয়তের বিধানটি কেবলমাত্র সাহাবায় কেরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان জন্য খাস। যেহেতু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে জাহেরী পর্দা করেছেন, সুতরাং এখন আর কেউ তার উপর আমল করতে পারবে না।

سُبۡحٰنَ الله! সাহাবায়ে কেরাম কেমন ভাগ্য পেয়েছিলেন...। কেমন সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিলো তাদের..! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র দীদার করতেন, সন্ধ্যা বেলায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সুদর্শন অবয়বের দীদারের অমীয় সুধা পান করতেন। নামাযরত অবস্থায়ও নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে আহ্বান করতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হাত জোড় করে তার দরবারে উপস্থিত হয়ে সেবায় নিয়োজিত হয়ে যেতেন।

হায়! আর আমরা, আমাদের নসিবে এই সৌভাগ্য কোথায়?

মাগার করে কিয়া, নসিব তো ইয়ে নামুরাদী কে দিন লিখে থে

আল্লাহ পাক সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়ত عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর প্রতি কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ করুন।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা ফাতিহা সর্বোত্তম সূরা হওয়ার অর্থ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উল্লেখিত দুটি হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা। এখানে এ বিষয়টি

ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র কুরআনই মহান আল্লাহর বাণী, তাই এক্ষেত্রে সমগ্র কুরআনই উত্তম। যখন বলা হয় যে অমুক-অমুক সূরা বা অমুক-অমুক আয়াত অধিক ফযীলত পূর্ণ, তখন এর দুটি অর্থ হয়:

(১) এই সূরাটি (যেমন, সূরা ফাতিহা) পড়ার সাওয়াব বেশি (২) দ্বিতীয়ত এই সূরাটির বিষয়বস্তু অন্যান্য সূরার চেয়ে অধিক উচ্চতর। উদাহরণ স্বরূপ, সূরা লাহাবে অমুসলিম আবু লাহাবের আলোচনা এবং সূরা ইখলাসে আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে। এটি সাধারণ ভাবে বোঝা যায় যে, আবু লাহাবের মতো অমুসলিমের আলোচনা করা এবং আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা করার মধ্যে আসমান -জমিনের পার্থক্য। এমনিতে তো সূরা লাহাবও আল্লাহর বাণী, সূরা ইখলাসও আল্লাহর বাণী। এই ক্ষেত্রে উভয় সূরা সমান, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একই ভাবে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের অন্য সব সূরার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(তাফসীরে ফাতিহা, ৩৮ পৃষ্ঠা)

সূরা ফাতিহা সর্বোত্তম সূরা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদা রাত্রিবেলা আমি তাজেদারে রিসালাত শাহানশাহে নবুয়াত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মদীনার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি বাড়ি থেকে আওয়াজ এলো, জনৈক সাহাবী তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করছেন, তা শুনে প্রিয় নবী হুযুর পূরনুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেমে গেলেন এবং সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শুনতে লাগলেন। যখন সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণরূপে তিলাওয়াত করলেন, তখন আল্লাহ

পাকের শেষ নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: مَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا পবিত্র কুরআনে এর মতো কোনো সূরা নেই।

(মু'জামে আওসাত, ২/১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৬৬)

সূরা ফাতিহার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা ফাতিহা কুরআনুল করীমের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা। এতে একটি রুকু, সাতটি আয়াত, ২৭ টি শব্দ এবং ১৪০ টি বর্ণ রয়েছে। ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, সূরা ফাতিহা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে, অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা দুবার অবতীর্ণ হয়েছে তন্মধ্যে একবার মক্কা শরীফে আরেক বার মদীনা শরীফে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম পারা সূরা ফাতিহা, ১/৩৭ পৃষ্ঠা)

শয়তান চিৎকার করে কাঁদলো

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, ইবলিস (অর্থাৎ শয়তান) ৪ বার চিৎকার করে কেঁদেছে: (১): প্রথম বার যখন তাকে অভিশপ্ত করা হলো (২) দ্বিতীয় বার যখন তাকে জমিনে নামানো হলো (৩) তৃতীয় বার যখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওয়াত ঘোষণা করেন (৪) এবং চতুর্থ বার যখন সূরা ফাতিহা নাযিল হলো। ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন সূরা ফাতিহা নাযিল হয়, তখন ইবলীস (অর্থাৎ শয়তান) অত্যন্ত কষ্টে পড়ে গেলো এবং চিৎকার করে কান্নাকাটি করলো। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

সূরা ফাতিহা আরশের নীচে একটি ভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত

ইসলামের চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট সূরা ফাতিহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমাকে আল্লাহর রাসূল, হুযূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: সূরা ফাতিহা আরশের নিচের একটি ভান্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, প্রথম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৬ পৃষ্ঠা)

সুলতানুল মুফস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সেখানে হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ আকাশ থেকে একটি বিকট শব্দ এলো, হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে কখনও পৃথিবীতে আসেননি। সেই ফেরেশতা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নিকট এসে সালাম নিবেদন করলেন, তারপর বললেন: হে আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য দুটি নূরের সুসংবাদ রয়েছে, আপনার পূর্বে কোনো নবীকে এই দুটি নূর দেয়া হয়নি: (১) তন্মধ্যে একটি হলো সূরা ফাতিহা (২) আর দ্বিতীয় নূরটি হলো সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। যে ব্যক্তি এই দুটি অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে তাকে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে বিশেষ সাওয়াব প্রদান করা হবে। **(মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০৬)**

সূরা ফাতিহা রহমতের সূরা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, সূরা ফাতিহা হলো একেবারে রহমতের সূরা। এ জন্য এতে আল্লাহ পাকের কহর, গযব এবং দোযখের শাস্তি ইত্যাদির আলোচনা করা হয়নি। **(তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/৬২ পৃষ্ঠা)** বরং এতে এ রকম কোনো অক্ষরও আসেনি যা জাহান্নাম ইত্যাদির প্রারম্ভে আসে সুতরাং সূরা ফাতিহায় সাতটি হরফ নেই: (১) ث (২) ج (৩) خ (৪) ز (৫) ش (৬) ظ (৭) ف

(১) ثا হলো সুবুরের প্রথম অক্ষর এবং সুবুর হলো জাহান্নামের একটি নাম (২) جيم জাহিমের প্রথম অক্ষর, এটিও জাহান্নামের একটি নাম (৩) خا খাযযুনের প্রথম অক্ষর, এর অর্থ লাঞ্ছনা। (৪) زا হলো জাফির এবং জাক্কুমের প্রথম অক্ষর, জাফির হলো জাহান্নামীদের আওয়াজ এবং জাক্কুম হলো জাহান্নামীদের খাবার (৫) شين; শাহীকের প্রথম অক্ষর, এর অর্থ: জাহান্নামীদের আওয়াজ (৬) ظا জুলুমের প্রথম অক্ষর এবং (৭) فا ফিরাকের প্রথম অক্ষর এবং ফিরাক অর্থ হলো: দূরত্ব। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নামের ৭টি দরজা রয়েছে এবং সূরা ফাতিহাতে শাস্তি বিষয়ক ৭টি অক্ষর উল্লেখ নেই। তা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে, অন্তর থেকে তার প্রতি ঈমান রাখে, তার প্রকৃত অবস্থা জেনে রাখবে সে জাহান্নামের সাতটি দরজা থেকে নিরাপদ থাকবে। **(তাফসীরে কবীর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা ১/১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে শিফা (আরোগ্য লাভের সূরা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা ফাতিহার বিশেষত্ব ও ফযীলত গুলোর মধ্যে একটি হলো, সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে শিফা (আরোগ্য লাভের সূরা)। এমনিতে তো সমগ্র কুরআন মাজীদেই শিফা বা আরোগ্য রয়েছে - আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۙ

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৮২)

কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদ: আর আমি কুরআনে সেই বস্তু সমূহ নাযিল করেছি যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।

তবে সূরা ফাতিহাকে বিশেষ ভাবে সূরায়ে শিফা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: هِيَ اُمُّ الْكِتَابِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ "অর্থাৎ সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কিতাব (অর্থাৎ কুরআনের মূল), এবং এতে রয়েছে প্রতিটি রোগের আরোগ্য। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৫ পৃষ্ঠা)**

বিচ্ছুর দংশনে আহত ব্যক্তিকে ফুঁক

বুখারী ও মুসলিমে একটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, যার সারমর্ম হলো, একবার ৩০ জন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে এক স্থানে এক ব্যক্তি এসে সাহাবীগণকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞেস করলো, আমাদের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আপনারা কি কিছু করতে পারবেন? একজন সাহাবী বললেন: হ্যাঁ! আমি সেই ব্যক্তিকে ফুঁক দিবো। সুতরাং সেই সাহাবী ঐ ব্যক্তির সাথে চলে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলেন, যার বরকতে রোগী আরোগ্য লাভ করলো।

(বুখারী, ৫৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭৬)

www.dawateislami.net

হযরত খারিজা বিন সালাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সম্মানিত চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসুলে আকরাম নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র খেদমতে উপস্থিত হলাম, সেখান থেকে ফিরে আসার সময় আমি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে একজন পাগল ছিলো, যাকে তারা লোহা দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো, তারা আমাকে বললো: তুমি কি তাকে সুস্থ করতে পারবে? সুতরাং আমি সূরা ফাতিহা ৩ দিন সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিলাম, ফলে সে পাগল ব্যক্তি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। **(মু'জামুল কবীর, ৭/৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৯৪৪)**

ফুঁক দেয়া জায়িয

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উল্লেখিত দুটি ঘটনা থেকে জানা গেলো, পবিত্র কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা, পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে ফুঁক দেয়া, সেগুলো লিখে তাবিজ বানানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ জায়িয। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও ফুঁক দিতেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বদনজর (নিরাময়ের জন্য) ফুঁক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। **(বুখারী, ১৪৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৩৮)**

একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, যখন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখন তিনি পবিত্র কুরআনের শেষ দুটি সূরা (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ে ফুঁক দিতেন। **(মুসলিম, ৮৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৯২)**

একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কতিপয় বাক্য পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁক দেন।

(মুসলিম, ৮৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৮৫)

سُبْحٰنَ الله! জানা গেলো, কুরআনের আয়াত ও পবিত্র বাক্যসমূহ পাঠ করে ফুঁক দেয়া আমাদের প্রিয় নবী পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ও সুন্নাত, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 'রও সুন্নাত এবং ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام 'র সুন্নাত।

হ্যাঁ! কতিপয় হাদীসে তাবিজ পরিধান করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব তাবিজ যাতে নাজায়িয শব্দ থাকে যা কিনা জাহিলিয়াতের যুগে করা হতো। তাছাড়া কুরআনের আয়াত, পবিত্র শব্দ, আল্লাহর বরকতময় নাম এবং বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে ফুঁক দেয়া অথবা কাগজে লিখে বা লিখিয়ে গলায় পরা সম্পূর্ণ জায়িয।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/ ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা, অধ্যায়: ১৬)

রূহানী চিকিৎসার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করুন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমগ্র কুরআন বিশেষ করে সূরা ফাতিহা প্রতিটি রোগের নিরাময়। আমরা ডাক্তারের কাছে যায়, হাকিম ও ডাক্তারদের মাধ্যমে চিকিৎসা করি, এতে শরীয়ত বিরোধী কিছু না থাকলে এই চিকিৎসা করা নিঃসন্দেহে জায়িয। তবে আমাদেরকে রূহানী চিকিৎসার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিৎ। আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, মাখলুকের প্রশংসার পূর্বে আল্লাহ পাক নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন, সেই প্রশংসার মাধ্যমে চিকিৎসা করো, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটি কোন প্রশংসা? ইরশাদ করলেন, সূরা ফাতিহা ও

www.dawateislami.net

সূরা ইখলাস। অতঃপর তিনি বললেন: فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যার কুরআন দ্বারাও আরোগ্য হয় না, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন না। **(তাফসীরে দুররে মনসুর ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো! পবিত্র কুরআন, বিশেষ করে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আরোগ্যলাভ সম্পর্কে কত স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মন-মানসিকতা তৈরি করা উচিৎ ✶ জ্বর ✶ মাথাব্যথা, ✶ শরীরের কোথাও ব্যথা ✶ ডায়াবেটিস ✶ কোলেস্টেরল ✶ হৃদরোগ, ক্যানসার মোটকথা যতই ছোট হোক কিংবা যতই বড় হোক যেকোনো রোগের চিকিৎসা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে করুন। اِنْ شَآءَ الله! আল্লাহ পাক দয়া করবেন এবং আল্লাহ পাক চাইলে আরোগ্য লাভ হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামী ও রুহানী চিকিৎসা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে রুহানী চিকিৎসা বিভাগে নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পীড়িত উম্মতের কষ্ট লাঘবের জন্য অসংখ্য ইসলামী ভাই বিভিন্ন স্থানে স্টল বসায় এবং প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ রোগীদের তাবিজ দেয়, ইস্তিখারা করে এবং অযীফা প্রদান করে। মাদানী চ্যানেলে রূহানী চিকিৎসা নামক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয় যেখানে ইস্তিখারাও করা হয় এবং রোগী, দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের বিভিন্ন অযীফা প্রদান করা হয়।

সূরা ফাতিহায় প্রতিটি সমস্যার সমাধান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা ফাতিহায় শুধুমাত্র শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসাই নয় বরং এতে প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। হযরত আ'তা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যার কোনো কিছু প্রয়োজন হয় সে যেন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, এর বরকতে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)** ওলামায়ে কেরাম বলেন: সূরা ফাতিহা ১০০ বার পাঠ করলে যে কোনো দোয়া কবুল হয়।

দোয়া কবুলের অযীফা

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কী সহজ সমাধান...! কোনো বিপদ হলে, অসুবিধা হলে, অর্থ সংকট হলে, কোনো পেরেশানি দেখা দিলে, কোনো প্রয়োজন পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ে তার জন্য দোয়া করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ! আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করবেন এবং বিপদ, পেরেশানি, অর্থসংকট দূর হবে।

বদ নজর থেকে সুরক্ষার অযীফা:

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে ঘরে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হয়, সেই ঘরে সে দিন কোনো জ্বীন অথবা মানুষের বদ নজর লাগবে না।

(জামে সগীর, ৩৬০ পৃষ্ঠা হাদীস: ৫৮৩০)

সূরা ফাতিহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের রাসূল, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা

এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলো, সে যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশের তিলাওয়াত করলো। **(মু'জামে আওসাত, ৩/২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৯৪)**

একটি হাদীসে রয়েছে, সূরা ফাতিহা দুই তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। **(জামে সগীর, ৩৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮২৮)**

ঘুমানোর পূর্বে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার ফযীলত:

হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি বিছানায় শয়ন করবে তখন সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়বে! এর বরকতে মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকবে। **(সুনানে বাজ্জার ১৪/ ১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৩৯৩)**

হাদিসে পাকে রয়েছে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বিছানায় শুয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির সাথে একজন নিরাপত্তারক্ষী ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেবেন। **(তারিখে দামেশক, ২২/৪১৩)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা ফাতিহার কেবল ৭টি আয়াত আছে, আমরা প্রতিদিন নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ি। সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় অথচ দেখুন এর ফযীলত কেমন?

سُبۡحٰنَ اللّٰہ!! যে ব্যক্তি একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি নেকী পায়। একবার সূরা ফাতিহা পাঠকারী এমন যেন সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করেছে। ঘুমানোর সময় একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করলে আল্লাহ পাক একজন নিরাপত্তারক্ষী ফেরেশতা নিযুক্ত করেন।

আল্লাহ আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সূরা ফাতিহা হলো মুনাজাতের সূরা

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন- সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে মুনাজাত। মুনাজাতের অর্থ হলো: আস্তে কথা বলা, দোয়া করা ও আশা করা। যখন কোনো মুসলমান আল্লাহর সামনে এমনভাবে প্রার্থনা করে যেন সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে, তাকে মুনাজাত বলে।

সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে মুনাজাত, এই সূরার শুরুর আয়াত গুলিতে আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদত রয়েছে, তারপরে বান্দাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক বলেন: এই নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) আমার ও বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন করা হয়েছে।

বান্দা পড়ে,

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা।

এর জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করেছে। অতঃপর বান্দা পড়ে:

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ

(সূরা ফাতিহা আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পরম করুণাময়, ও দয়ালু।

আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার সানা বর্ণনা করেছে। বান্দা পাঠ করে:

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾
(সূরা ফাতিহা ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: প্রতিদান দিবসের মালিক।

আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে। বান্দা পাঠ করে:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾
(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। এবং তোমারই কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ পাক বলেন: এটি আমি ও আমার বান্দার মধ্যে সমান (বান্দা আল্লাহর ইবাদত করে, আর আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন)। অতঃপর বান্দা পাঠ করে:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾
(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৫-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর, সেই লোকদের পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। সেই লোকদের পথে নয় যাদের উপর গযব নাযিল করেছো এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়।

আল্লাহ পাক বলেন: এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা তাই পাবে যা সে প্রার্থনা করেছে। **(মুসলিম, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৫)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটি ভাবুন! এটি কত মহান ফযীলত। সূরা ফাতিহার ৭টি আয়াত রয়েছে, মুসলমান একটি করে আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ পাক সেটা শোনেন এবং প্রতিটি আয়াতের উত্তর দেন। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটি (অর্থাৎ বান্দার সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং আল্লাহ পাকের উত্তর প্রদান করা) সূরা

ফাতিহার একটি বিশেষ ফযীলত যা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরায় পাওয়া যায় না। **(তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলী ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/৬৮পৃষ্ঠা)**

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুর বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা ফাতিহা এমন একটি মহান সূরা যার ৭টি আয়াতে সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, বরং পবিত্র হাদীসে রয়েছে: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করলো, সে যেন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআন (অর্থাৎ চারটি আসমানী মহাগ্রন্থ) তিলাওয়াত করলো। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৬ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক ১০৪টি গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং সেই ১০৪টি মহান আসমানী গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের যাবতীয় জ্ঞান পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আর সূরা ফাতিহায় সমগ্র কুরআনের সকল জ্ঞান একত্রিত করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার তাফসীর বুঝতে সক্ষম হলো সে যেন সমস্ত আসমানী কিতাবের তাফসীর পড়ে নিলো।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! সূরা ফাতিহা কত ব্যাপক সূরা, এই ৭টি ছোট আয়াতে কত জ্ঞান একত্রিত করা হয়েছে। তাই ইসলামের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি চাইলে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা দিয়ে ৭০টি উট পূর্ণ করতে পারি।

(কুতুল কুলুব ১/৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একটি উট কত মন বোঝা বহন করে এবং প্রতিটি মনে কত হাজার উপাদান থাকে? যদি এটি গণনা করা হয়, তাহলে প্রায় ২৫ লক্ষ খন্ড হয়। এটা তো শুধু সূরা ফাতিহার তাফসীর, তাহলে অবশিষ্ট মহান কালামের হিসাব কেমন হবে!

সূরা ফাতিহার একটি অন্যতম প্রধান বিষয়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বাস্তবতা হচ্ছে যে, সূরা ফাতিহার সমস্ত জ্ঞান বোঝা, সেগুলো বর্ণনা করা আমাদের মতো লোকেদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, ওলামায়ে কেরামগণ বহু গবেষণা করে কুরআন, হাদীস এবং ইলমে দ্বীনের বড় বড় গ্রন্থ গুলিকে সামনে রেখে সূরা ফাতিহার একটি মূল আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করেছেন, সেটা কী? সেটা হলো: مُرَاقَبَةُ الْعِبَادِ لِرَبِّهِمْ অর্থাৎ আপন রবের জন্য বান্দার ধ্যান করা। **(নযমুদ দুরার ১/২১ পৃষ্ঠা)**

এটি সূরা ফাতিহার মূল বিষয়, অথবা এমনো বলা যায় যে, মৌলিকভাবে সূরা ফাতিহাতে আমাদের যা শেখানো হয়েছে তা হলো এই ধ্যান।

ধ্যান কাকে বলে.....?

ধ্যান হলো সম্পর্কের নাম, আপন রবের সাথে মুসলমানের সর্বাধিক দৃঢ় বন্ধন: এতটাই দৃঢ় যে- মুসলমানের হৃদয়, মন, চিন্তা, চেতনা এবং সমস্ত মনোযোগ সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে থাকে, মুসলমান সর্বদা এই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে দেখছেন, তিনি আমার বাহ্যিক অবস্থা জানেন এবং আমার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও জানেন। একেই مُرَاقَبَةُ الله বলা হয়।

www.dawateislami.net

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ধ্যানের ব্যাখ্যা

ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি উদাহরণের মাধ্যমে ধ্যানের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন: একজন বাদশাহ ছিলেন, তার কিছু গোলাম ছিলো, তাদের একজনকে বাদশাহ বিশেষভাবে ভালোবাসতেন, আপাতদৃষ্টিতে ঐ গোলামের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যাপার ছিলো না, তবুও বাদশাহ তাকে খুব পছন্দ করতেন, অন্যান্য গোলামদের জন্য এ ব্যাপারটি খুবই পীড়াদায়ক ছিলো। একবার সেই গোলামরা সাহস করে বাদশাহর দরবারে বলেই ফেলল: হে মহান বাদশাহ, এই গোলামের মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে যে, আপনি তার প্রতি এতই মেহেরবান? বাদশাহ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে বললেন: আমাদেরও সামনে একটি সফর আছে, প্রস্তুতি নাও, আমরা সফরে বের হবো। সুতরাং ঘোড়াগুলো প্রস্তুত করা হলো এবং বাদশাহ তার গোলামদের সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। সে ছিলো পাহাড়ি এলাকার সফর। কিছু দূর যাওয়ার পর একটি পাহাড় দেখা গেলো, যা ছিলো বরফে ঢাকা। বাদশাহ দূর থেকে সেই পাহাড়টি দেখতে পেলেন এবং মাথা নিচু করে ফেললেন। বাদশাহ মাথা নত করার সাথে সাথে বাদশাহর প্রিয় গোলাম ঘোড়ার গতি বাড়ানোর জন্য পদাঘাত করলো (অর্থাৎ দৌঁড়ে সামনে চলে গেলো)। সবাই হতভম্ব হয়ে গেলো যে, তার কী হয়েছে? সে যাচ্ছে কোথায়? কিছুক্ষণ পর ঐ গোলাম হাতে বরফ নিয়ে ফিরে এলো, বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন: এই বরফ কেন এনেছো? সে বললো: মহান বাদশাহ, আপনি সেই বরফের পাহাড়ের দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করে ফেললেন, আমি জানি আপনি অকারণে তা করেন নি, আমি বুঝে গেলাম যে, মহান বাদশাহ বরফ চাইছেন। একথা শুনে বাদশাহ তার গোলামদের সম্বোধন করে বললেন: দেখো,

www.dawateislami.net

তোমরা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, তোমাদের মনোযোগ নিজের দিকে থাকে, কিন্তু আমার এই গোলামের মনোযোগ সর্বদা আমার দিকে থাকে, আমি কী দেখছি, কী করছি, আমার দৃষ্টি কোথায় উঠছে সে এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখে, যে কারণে আমি তাকে বেশি ভালোবাসি।

(রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ২২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এর নামই হলো ধ্যান, ☆ আমাদের মনোযোগ সর্বদা তার রবের দিকে থাকা। ☆ আমরা বাইরে থাকলে সেখানেও আমাদের মনোযোগ রবের দিকে থাকা, ☆ আমরা ঘরে থাকলে সেখানেও আমাদের মনোযোগ রবের দিকে থাকা, মোটকথা সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে মুসলমানের মনোযোগ কেবল আল্লাহ পাকের দিকেই থাকা, এটাই হলো ধ্যান।

সূরা ফাতিহা ও ধ্যানের শিক্ষা

ধ্যানের জন্য ২টি বস্তুর প্রয়োজন; (১) বান্দার তার রবের পরিচয় লাভ করা (২) বান্দার আত্মপরিচয় লাভ করা।

(১) রবের পরিচয়

যে জানেই না যে আমার রব কে? তার গুণাবলী কী কী? তার মহিমা কী? সে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ইয়েমেনের এক বাদশাহ ছিলো, আল্লাহ পাক তাকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছিলেন, বিশাল রাজ্য দান করেছিলেন, তার উপর নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ হয়েছিলো, সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করতে করতে এক পর্যায়ে তার রাজত্ব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। একদিন সে ভাবলো? কীভাবে চলছে এই মহাবিশ্ব? একে কে পরিচালনা করছে? কীভাবে দিন আসে?

www.dawateislami.net

কীভাবে রাত হয়? আমরা এত শক্তি ও ক্ষমতা কোথেকে পাই? যেহেতু সে ইলমে দ্বীনের জ্ঞান ছিলো না তাই নিজের আকলের ঘোড়া দৌঁড়াতে লাগলো এবং কয়েকদিন চিন্তা ভাবনা করার পর সিদ্ধান্ত নিলো যে, মহাবিশ্ব সূর্যের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং দিন রাত সূর্যের মাধ্যমেই পরিবর্তন হয়, সূর্যের মাধ্যমেই ফসল পাকে, সূর্যের মাধ্যমেই খাদ্য পাওয়া যায়, সুতরাং সূর্যই হলো প্রকৃত খোদা। اَسْتَغْفِرُ الله! اَسْتَغْفِرُ الله!

হতভাগ্য লোকটি তার আকলের ঘোড়া দৌঁড়ায়, ফলে শয়তান তাকে শিরকে লিপ্ত করে এবং সে সূর্যের পূজা করতে শুরু করে।

দেখুন! বাদশাহ তার রবকে চিনতো না, আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো না, আল্লাহ পাকের মহত্ব ও মহিমা সম্পর্কে অবগত ছিলো না, নিজে নিজে চিন্তায় হারিয়ে গেলো এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো। জানা গেলো যে, ধ্যান করতে হলে (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলে হলে) আল্লাহ পাকের মহত্ব ও মহিমাকে চিনতে হবে।

সূরা ফাতিহা ও আল্লাহর গুণাবলী

যেহেতু আল্লাহ পাক সূরা ফাতিহার শুরুতে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ؕ﴿۳﴾

(পারা ২৮, সূরা ফাতিহা, ১-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। প্রতিদান দিবসের মালিক।

জানা গেলো যে, প্রকৃত রব হলেন তিনি যিনি সকল প্রশংসার মালিক, তিনি প্রতিটি ত্রুটি, প্রতিটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। যিনি সকল গুণের

www.dawateislami.net

অধিকারী। তিনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক। পাথরের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলা একেবাওে ছোট পোকামাকড়কেও তিনি রিযিক দান করেন এবং হাতির মতো বড় প্রাণীকেও তিনি রিযিক দান করেন, তিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। তিনি করুণাময় এবং অসীম দয়ালু, তিনিই প্রকৃত রব, বিচার দিবসের মালিকও তিনিই। এটিই প্রকৃত রবের পরিচয়।

(২) বান্দার আত্ম-পরিচয়

দ্বিতীয় বিষয় যা ধ্যানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন তা হলো, একজন মানুষ নিজেকে নিজে চেনা, কারণ যে নিজেকে চেনে না সে নিজের মনের মধ্যেই মগ্ন থাকে। তাই মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে পারবে না, ততক্ষণ সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারবে না।

কথা হলো মানুষের পরিচয় কী? মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে অক্ষম, দুর্বল, অযোগ্য, মুখাপেক্ষী। আমরা ক্ষুধার্ত হই, তাই আমরা খাদ্যের মুখাপেক্ষী, আমরা তৃষ্ণার্ত হই, তাই আমরা পানির মুখাপেক্ষী, আমরা দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী, শোনার জন্য কানের মুখাপেক্ষী, ধরার জন্য হাতের মুখাপেক্ষী, কথা বলার জন্য মুখের মুখাপেক্ষী।

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, আমি সর্বদা মুখাপেক্ষী, এবং এও জানে যে, আল্লাহ বিশ্বজগতের রব, তখন সে তার রবের সামনে মাথা নত করে এবং বিনীত ভাবে আবেদন করে:

اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। এবং তোমারই কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি।

দেখুন! মুমিন বান্দা তার রবের দরবারে আবেদন করছে মালিক আমি তোমার সাহায্য চাই, কোন ক্ষেত্রে? সর্বক্ষেত্রেই। ক্ষুধার্ত হলে এর জন্য খাবারও প্রয়োজন, হাতও প্রয়োজন, মুখও প্রয়োজন, দাঁতও প্রয়োজন। এ সমস্ত নেয়ামত কে দেয়? একমাত্র আল্লাহই দেন। এমন কোন মুহূর্ত আছে যখন বান্দার উপর আল্লাহর নেয়ামতের বর্ষণ হয় না? আমরা প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, তাই আমাদের প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং সহায়তা প্রয়োজন, কাজেই যখন আমরা খাবার খাবো, তখন আমরা কার দিকে মনোনিবেশ করবো? আল্লাহ পাকের দিকে। যখন কোনো কিছুর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরবো তখন মনোযোগ কার দিকে থাকবে? আল্লাহর দিকে। চোখ তুললেই রঙিন পৃথিবীর দৃশ্য দেখতে পাবো, তখন মনোযোগ কার প্রতি থাকবে? আল্লাহ পাকের প্রতি। সুতরাং একজন বান্দা প্রতিটি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের প্রতি মনোযোগী এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার মুখাপেক্ষী আর এই অবস্থাকেই ধ্যান বলে।

সিরাতুল মুস্তাকীমের দোয়া

এখন, মানুষ যখন আল্লাহ পাককে চিনতে পারে এবং নিজেকেও চিনতে পারে, তখন সে বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৫-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর, সেই লোকদের পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। সেই লোকদের পথে নয় যাদের উপর গযব নাযিল করেছো এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমে কায়েম রাখুন, আমার সারা জীবন যেন সিরাতুল মুস্তাকীমে অতিবাহিত হয়, শয়তান, নফসে আম্মারাহ যেন আমাকে কখনো সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে এবং আমি যেন সর্বদা তোমার পুরস্কৃত বান্দাদের পথে চলতে পারি।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন! ক্রম অনুসারে, সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা, এখান থেকে পবিত্র কুরআনের শুরু আর শুরুতেই আমাদেরকে কতইনা পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন এটিই পবিত্র কুরআনের প্রথম শিক্ষা যে, মানুষ যেন সর্বদা তার রবের দিকে মনোনিবেশ করে এবং আপন রবের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে।

অতএব, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই ধ্যানের সাথে অতিবাহিত করা উচিৎ যে, আমি আল্লাহ সৃষ্টি, আল্লাহ আমার রব, আমি প্রতিটি মুহূর্তে আমার রবের মুখাপেক্ষী এবং তিনি আমাকে দেখছেন।

আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করার ফযীলত

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ আল্লাহ পাককে দৃষ্টির সামনে রাখো, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ আল্লাহ পাককে দৃষ্টিতে রাখো, তুমি তাকে তোমার সামনে পাবে। **(তিরমিযী, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫১৬)**

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের বর্ণনায় লিখেন: অর্থাৎ আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তাই অনুসরণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে

ইহকালীন বিপদাপদ থেকে এবং পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। তিনি আরও বলেন, যে আল্লাহ পাকের হয়ে যায় আল্লাহ পাকও তাঁর হয়ে যান। **(মিরকাতুল মাফাতিহ ৯/৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩০২)** আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নেকীর হেদায়েত দান করুন, হায়! আমাদের হৃদয় সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে মনোযোগী হোক, আমাদের হৃদয় সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সতেজ থাকুক এবং আমরা যেন এমন প্রেমময় স্মরণে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার ফযীলত

হযরত যায়েদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: اِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يُّقْرَءَ الْقُرْاٰنُ كَمَا اُنْزِلَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের পছন্দ হলো, কুরআন সেভাবেই তিলাওয়াত করা হোক যেভাবে সেটি নাযিল হয়েছে। **(জামে সগীর, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৯৭)**

অন্যত্র ইরশাদ করেন, আরবীদের ভাষা ও রীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করো। **(নাওয়াদিরুল উসুল ২/২৪২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিলাওয়াত করার আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের পরিশেষে তিলাওয়াতের কিছু আদব বয়ান করছি; প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: কোরআন পড়ো, কেননা তা কিয়ামতের দিন নিজের সাথীদের জন্য শাফায়াতকারী হয়ে আসবে। **(মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কসরুহা, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮৭৪)** (২) ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের

www.dawateislami.net

উত্তম ইবাদত হলো কোরআন তিলাওয়াত। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২)** ✲ কোরআনে পাক সুন্দর কণ্ঠে এবং থেমে থেমে পাঠ করা সুন্নাত। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮৪৩)** ✲ মুস্তাহাব হলো যে, অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করে তিলাওয়াত করা। **(বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১/৫৫০)** ✲ তিলাওয়াতের শুরুতে "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ" পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সূরার শুরুতে "بِسْمِ اللّٰهِ" পাঠ করা সুন্নাত, অন্যথায় মুস্তাহাব। **(সীরাতুল জিনান, ১/২১)** ✲ কোরআনে মজীদ দেখে দেখে পাঠ করা মুখস্ত পাঠ করার চেয়ে উত্তম। **(সীরাতুল জিনান, ১/২১)** ✲ কোরআনে পাক দেখে তিলাওয়াত করাতে দুই হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় আর মুখস্ত পাঠ করাতে এক হাজার। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, কসমুল আকওয়াল, ১/২৬০, নম্বর ২৩০১)** ✲ কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের সময় কান্না করা মুস্তাহাব। **(সীরাতুল জিনান, ৫/৫২৬)** ✲ যখন উচ্চস্বরে কোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন সকল উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর শুনা ফরয, যখন তারা কোরআনে মজীদ শুনার জন্য উপস্থিত হয়েছে, অন্যথায় একজনের শুনা যথেষ্ট, যদিও অবশিষ্টরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন। **(সীরাতুল জিনান, ১/২২)** ✲ সমাবেশে সবাই উচ্চস্বরে পাঠ করা হারাম, যদি কয়েকজন পাঠকারী হয় তবে বিধান হলো যে, ধীরে পাঠ করা। **(সীরাতুল জিনান, ১/২২)** ✲ তিনদিনের কমে কোরআনে করীম খতম না করা বরং কমপক্ষে তিনদিন বা সাতদিন অথবা চল্লিশ দিনে কোরআনে করীম খতম করুন যাতে অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে তিলাওয়াত করা যায়। **(আজায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা)** ✲ তারতীল সহকারে শান্তভাবে এবং থেমে থেমে তিলাওয়াত করুন। **(আজায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা)** ✲ তিলাওয়াতের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হলো সারা বছরে রমযান শরীফের শেষ দশদিন এবং যিলহজ্বের প্রথম দশদিন। **(আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা)** ✲ রাতে

তিলাওয়াত করার উত্তম সময় হলো মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় এবং এরপর অর্ধরাতের পর এবং দিনে সবচেয়ে উত্তম সময় হলো সকাল বেলা। **(আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা)** ✲ গোসলখানা এবং অপবিত্র স্থানে কোরআন শরীফ পাঠ করা নাজায়িয। **(জান্নাতী জেওর, ৩০০ পৃষ্ঠা)** ✲ রাতের বেলা অধিকহারে তিলাওয়াত করুন, কেননা এই সময় মানসিকতা শান্ত এবং অন্তর প্রশান্ত থাকে। **(আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা)**

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সুন্নাত ও আদব", আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" ও "১৬৩ মাদানী ফুল" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد